বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের সমর্থকদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ

সংগৃহীত ছবি

বিএনপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর পছন্দের প্রার্থী না পাওয়ায় সমর্থকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন। সোমবার বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন ঘোষণার পর কালিগঞ্জ ও নলতায় সমর্থকরা বিক্ষোভ করেন, ডা. শহিদুল আলমকে প্রার্থী করার দাবি জানানো হয়। সাতক্ষীরা-২ আসনে আব্দুর রউফের মনোনয়নেও সমর্থকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

মাগুরায় মনোনয়ন কেন্দ্রিক সংঘর্ষে অন্তত চারজন আহত হন। নোহাটা ইউনিয়নের মোবারকপুরে নিতাই রায় চৌধুরীর সমর্থকরা ঢাকা দক্ষিণ যুবদলের নয়ন সমর্থকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুষ্টিয়া-৩ আসনে সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন না দেওয়ায় সমর্থকরা মজমপুরে সড়ক অবরোধ করেন। কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী ও কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। রাত দশটার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন না দেয়ায় সমর্থকরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যারিকেড দেন ও টায়ার জ্বালান। যান চলাচল বন্ধ হয়। মনোনয়ন পান বিএনপি নেতা কাজী সালাউদ্দিন।

মাদারীপুর শিবচরে মনোনয়নপ্রত্যাশী সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী লাভলুর কর্মীরা ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সড়কে টায়ার জ্বালানো হয়, দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ স্থগিত থাকে। হাইওয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নাটোরে মনোনয়নবঞ্চিত ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজনের সমর্থকরা মহাসড়কে আগুন জ্বালান। রাজনের বোন ফারজানা শারমিন পুতুলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এক ব্যক্তির ওপর হামলার ঘটনা ঘটে; পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত।